আগে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সামঞ্জস্য রক্ষা করে কম্পিউটার কেনেন না। কিন্তু বিদেশে আছে কোন প্রতিষ্ঠানের সঠিক চাহিদা মূল্যায়ন করে তারা কম্পিউটারের ব্রাণ্ড, মডেল এমনকি বিক্রয়কারী ও চিহ্নিত করে দেয়, এ জন্য অবশ্য তারা সামান্য কিছু চার্জ নিয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা বিনামূল্যে ঐ সার্ভিস দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় feasibility test করার পর ক্রেতা অন্য জায়গা থেকেই কেনেন।

দেশে সংযোজনের ব্যাপারে আচরেই আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। কারণ এখনই হংকং থেকে যন্ত্রাংশ এনে সংযোজন আমাদের জন্য সম্ভব না। তবে শোনা যায় অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে।

আমাদের দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়ন করতে হলে অনেক কিছু করা দরকার। কমপিউটার শিক্ষিত লোক বাড়াতে হবে। এখানে যে সমস্ত প্রশিক্ষন কেন্দ্র আছে তারা যা শেখায় তা সম্পূর্ণ না। অন্যভাবে বলা যায়, দেশে কম্পিউটার শেখানোর পূর্ণাঙ্গ কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করা শুধু পরিকল্পনায় থাকলে হবে না এর বাস্তবায়ন দরকার।

এটা আশার কথা আমাদের দেশে বেশ কিছু তরুণ বেশ ভাল প্রোগ্রামিং করছে, আমার মনে হয় তাদের উৎসাহ দিতে পারলে বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানীও করা সম্ভব।

বিসিসি কম্পিউটার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি এবং সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ত্বরান্বিত করার ভূমিকা রাখা উচিৎ।

দেশে ব্যাপকভিত্তিক কমপিউটারায়নে সরকারী সিদ্ধান্তের ত্বড়িৎ বাস্তবায়ন ভালো সুফল বয়ে আনতে পারে। যেমন হাইস্কুল পর্যায় কমপিউটার অন্তর্ভুক্ত করলে সাথে সাথে এর শিক্ষক প্রয়োজন হবে, তখন আমরা চেষ্টা করবো এই কমপিউটারকে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রারিত করার। বর্তমান অবস্থায় যা সম্ভব নয়। সরকার বা বিসিসি জনমত সৃষ্টি করতে পারে। "কমপিউটার জগৎ" জনমত বা আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

কমপিউটার জগতে বিপ্লব যা আসছে
ঘরে ঘরে কমপিউটার

* অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহীম *

আশির দশকের গোড়ার দিকে পার্সোনাল কমপিউটার প্রযুক্তির দুই দিকপাল দুটি আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁদের একজন ষ্টিভ জবস বলেছিলেন তাঁর লক্ষ্য হলো কমপিউটারের ব্যবহার এতখানি সোজা করে ফেলা যাতে করে একে সাধারণ আসবাব উপকরণের অতিরিক্ত কিছু মনে হবে না। অন্য জন বিল গেইটসের লক্ষ্য ছিল প্রতি ঘরে, প্রতি অফিসে কমপিউটার নিয়ে আসা।

তখন তাঁদের মত সবাই খুব আশাবাদী ছিল। মনে করা হচ্ছিল যে ১৯৮৭ সাল নাগাদ ঘরে ঘরে কমপিউটারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। না ঠিক সেটি হয়নি। আজ ১৯৯১ সালে এসেও মনে হচ্ছে তার জন্য আরো পাঁচ সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ পর্যায়ে দেখা যেতে পারে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন কোন পথে আসবে। কমপিউটারের উন্নয়নের কাজ চলছে সব দিক থেকে। এক দিকে খুব উচ্চাকাঙ্খী কমপিউটার বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমান কমপিউটার সৃষ্টির লক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, যা সফল হলে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে টেক্কা দেবে। কমপিউটার কাজ দ্রুত করে, অনেক সংখ্যার করে, অবিশ্বাস্য রকমের চটপটে সে, তবে বুদ্ধিমত্তাটি তাকে মানুষের কাছ থেকে ধার করতে হয়। বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে জাপানী বিজ্ঞানীরা এই সীমাবদ্ধতাটি দূর করতে চাচ্ছেন পরবর্তী প্রজমের কমপিউটারের জন্য।

অন্য দিকে কমপিউটারকে সস্তা করার প্রচেষ্টাটি নিত্য অব্যাহত রয়েছে। দিন দিন সস্তা হয়ে পড়ছে এর কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক অংশটি। যা মাইক্রো প্রসেসর নামে পরিচিত। অবশ্য আনুষাঙ্গিক অন্যান্য অংশগুলো সেই হারে সস্তা করে তোলা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। তবুও কমপিউটার সস্তা হচ্ছে ক্রমাগত। আগের চেয়ে কম খরচে আগের চেয়ে অনেক বেশী কাজের ক্ষমতা এটিই কমপিউটার জগতে উন্নয়নের রীতি। দাম কমানোর ব্যাপারটি অবশ্যই ঘরে ঘরে কমপিউটার নেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কমপিউটার জগতে অন্য প্রচেষ্টাটি চলছে ষ্টিভ জবের ঘোষিত আকাঙ্খারই অনুসরণে—এর ব্যবহারকে সর্বসাধারণের জন্য সোজা করে তোলা। সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার উভয় ক্ষেত্রে কম্পিউটারের আচরণ ক্রমেই বেশী করে সহজ ও সরল হচ্ছে। সাধারণ কথোপকথন বা খেলাধুলার ভঙ্গীতেই আজ একজন শিশুর পক্ষেও কমপিউটারের কার্যকর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হচ্ছে।

তবে ঘরে ঘরে কমপিউটার আনার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে এর কতগুলো প্রযুক্তি উন্নয়ন বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক হবে। মনে হচ্ছে কমপিউটারে প্রযুক্তির চারটি দিক শেষ পর্যন্ত এতে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রথম দিকটি হলো মালটি মিডিয়া—যার মধ্যে ভিডিও ধ্বনি, পাঠ্যবস্তু, গ্রাফিক্স এবং এনিমেশনের সমন্বয় ঘটানো হবে। এ সমন্বয় হবে পারস্পরিক মিশ্রপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে। এটি কমপিউটারকে বর্তমানের তথ্য হাতিয়ার থেকে ভবিষ্যতের যোগাযোগ হাতিয়ার পরিণত করবে। আর করবে বলেই কমপিউটারকে মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। নিজ বাড়ীর একান্তে মানুষ তথ্যের জন্য ব্যাকুল না হলেও যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য যে ব্যাকুল তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষকে কমপিউটারে আগ্রহী করতে হলে তার যে বিশেষজ্ঞের যন্ত্র এই ভঙ্গীটি বাদ দিতে হবে। যেই অর্থে একজন মানুষ বাড়ীতে অবসরে একটি বইয়ের, ভিডিওর কিংবা অন্য কিছু একান্ত সখের সান্নিধ্য কামনা করেন, কমপিউটারকে সেই অর্থেই আপন হতে হবে। মালটি মিডিয়া সেটি হবারই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। মানুষ বই পড়ে আনন্দ পায়, জ্ঞান

বিসিসির প্রতিবাদ লিপি

১। মাসিক 'কমপিউটার জগৎ' পত্রিকার মে, ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত ভূঁইয়া ইনাম লেনিন এবং নাজীম উদ্দিন মোস্তানের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনে জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' এর প্রতি বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)–র দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্রিকাটি তাঁর প্রথম সংখ্যায় জনসাধারণের মধ্যে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার যে প্রয়াস পেয়েছে তা লক্ষ্য করে বিসিসি আনন্দিত। এ জন্য 'কমপিউটার জগৎ'কে বিসিসি অভিনন্দন জানাচ্ছে। তবে পূর্বোল্লিখিত প্রতিবেদনে বিসিসি সম্বন্ধে এমন কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে যা প্রকৃত অবস্থার বিশুদ্ধ প্রতিফলন নয়। এর ফলে বিসিসি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন করা প্রয়োজন বলে বিসিসি মনে করে। বর্তমান প্রতিবাদলিপিতে প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিসিসি এর বক্তব্য/ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

২। দেশের কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিসিসি যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তা এই প্রতিষ্ঠানটির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনসূত্রে এবং জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী বিসিসি–র উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ-

(ক) দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ দান করা ; (খ) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কমপিউটার ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং কমপিউটার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা ; (গ) কমপিউটার সংক্রান্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক তা বিশ্ববাজারে রপ্তানীর জন্য উৎসাহ দান করা ; (ঘ) কমপিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ; (ঙ) কমপিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে পরামর্শ দেয়া ; (চ) কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মান ও স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা ; ইত্যাদি।

জাতীয় স্বার্থে এ সকল দায়িত্ব বা সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিসিসি সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক দেশী বা বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে তাদের সহায়তা

লাভ করে। কিন্তু ধ্বনির বা চলচিত্রের যোগ হলে এর সঙ্গে নতুনত্ব যোগ হয়। একই মাধ্যমে যদি এর সবই পাওয়া যায় এবং ইচ্ছে মত এর সঙ্গে যদি গ্রাফিক এক এনিমেশনের মত সুযোগ ব্যবহার করে বিষয়কে আরো জাজ্বল্যমান ও হৃদয়গ্রাহী করা যায় এবং এত সব যদি ব্যবহারকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ট সংযোগে তাঁর নিয়ন্ত্রণে সম্ভব হয় তা হলে নিঃসন্দেহে কমপিউটারকে বিশেষজ্ঞের কাজের যন্ত্র মনে করার কারণ থাকে না। মালটি মিডিয়ার প্রচেষ্টাটি এখানেই।

মালটি মিডিয়ার উন্নয়ন সম্পন্ন হলে, এর দাম কমে এলে এটি যে ঘরের ড্রাইংরুমের সুনির্দিষ্ট জায়গা অচিরেই দখল করবে তা প্রায় নিশ্চিত। গার্হস্থ্য ইলেকট্রনিকের বড় উৎপাদনকারী সনি, হিতাচী, এনইসি ইত্যাদি ইতিমধ্যেই তাদের টেলিভিশনের সঙ্গে পার্সোনাল কমপিউটার জুড়ে দিতে এখনই আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

আর একটি প্রযুক্তি কমপিউটারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব কমাতে খুব সাহায্য করবে সেটি হলো কলম ভিত্তিক কমপিউটার। বিশেষজ্ঞরা কী বোর্ডে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও, কলম হাতে কাজ না করতে পারলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আড়ষ্ঠতা থেকে যায়। মানুষ আর মেশিনের মধ্যে কথোপকথনের ঘনিষ্ঠতা অনেক বাড়িয়ে দেবে সামনের এই প্রযুক্তি। এতে ব্যবহারকারী যা বলার তা কলম দিয়ে লিখেই জানাবে। যারা শেষ পর্যন্ত কমপিউটারকে বিজাতীয় যন্ত্র মনে করবে এ প্রযুক্তি আসার পর তাদের হাতে আর কোন যুক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। টাইপ করে লেখার মধ্যে যে সুনির্দিষ্টতা, নৈর্ব্যক্তিক সমতা থাকে, কলমের লেখায় সেটি সম্ভব নয়। প্রত্যেকের লেখনী চালনা একান্তই ব্যক্তিগত ঢঙের বিষয়। স্পষ্টতর কমপিউটারের পক্ষে সেখান থেকে নির্দেশনা নেওয়া অপেক্ষাকৃত দুরূহ। কিন্তু কলমের স্বাধীনতার মধ্যে লেখার এবং আঁকার যে স্বতস্ফূর্ততা রয়েছে কমপিউটার যদি তার সঙ্গে কাজ করতে পারে তাহলে এটি আমাদের টেবিলে পড়ে থাকা খসড়া প্যাড বা চিরকুটের মত ব্যক্তিগত নৈকট্য অর্জনে সমর্থ হবে।

কমপিউটারকে ঘরে ঘরে নিতে হলে এর বিনোদনের কাজটি বাড়াতে হবে। ইতিমধ্যেই এপ্‌ল কোম্পানী শুধু বিনোদন ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য বিশেষ কমপিউটার তৈরী করেছে যা চারশ ডলারে পাওয়া যাবে। কমপিউটার গেমসের জগতে যুগান্তর আনয়নের মাধ্যমে কমপিউটারের গৃহপ্রবেশের রাস্তা সুগম হয়ে পড়বে। কমপিউটার গেমস সম্পর্কে একটি সঠিক আগ্রহের আবহ সব মহলে গড়ে উঠছে। শুধু ছোটদের জন্য নয়, বড়দের জন্যও। এর মধ্যে ব্যবহারকারীকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা যেমন থাকছে, তেমনি তাকে আরো বেশী করে জড়িত করার প্রচলনও রয়েছে। এমন কম্পিউটার গেমস এখন উদ্ভাবিত হচ্ছে যেখানে দুজন খেলোয়ার আপাতদৃষ্টিতে এবং মানসিক ভাবে একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং চমকপ্রদ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে চলে যেতে পারে। যেখানে খেলার কাজে তাঁরা শুধু মনের দিক থেকে নয় দৈহিক ভাবেও জড়িয়ে পড়তে পারেন। ছুটাছুটি করে হতে পা চালিয়ে তাদের এ খেলা খেলতে হবে। দুজনে খেলার সময় বেশ কিছু দর্শক এটি উপভোগও করতে পারেন। কমপিউটার গেমস যাতে বিনোদন জগতের ক্রমশ আরো বড় জায়গা দখল করতে পারে যে কাজে টেলিভিশনও সহায়ক হবে। টেলিভিশনে দু পক্ষের কমপিউটার খেলা তখন যাতে লক্ষ লক্ষ দর্শক তন্ময় হয়ে দেখতে পারে সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

চতুর্থ যে প্রযুক্তি আশার আলো দেখাচ্ছে তা শুধু ঘরে ঢুকে এক জায়গাতেই থাকবে না। ঘরের নানা উপকরণ আসবাবের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়বে। এটি এমবেডেড প্রসেসর বা অভ্যন্তরে সংস্থাপিত প্রসেসর নামেই প্রযুক্তিটি সাধারণত পরিচিত। এর প্রবক্তা এচেলন কোম্পানী প্রচেষ্টা সার্থক হলে শিগ্‌গির একদিন আমরা দেখব ঘরের যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মধ্যে প্রসেসর চিপ ঢুকে পড়েছে। আলোর সুইচ, ফোনের উত্তর দাতা মেশিন, টেলিভিশন, ভিসিআর, ওভেন, কুকার, ফ্রিজ সব কিছুতেই এর জায়গা হবে। আধুনিক গৃহ পরিবেশ যে নানা রকম বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে পরিবেষ্টিত সেগুলোর শুধু মোটামুটি রকম কিছু নিয়ন্ত্রনই আমাদের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয়। কিন্তু সঠিক ভাবে প্রোগ্রাম করা একটি প্রসেসর এর অনেক খানি নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে করতে পারে, বা সামান্য নির্দেশে অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন সাধন করতে পারে। যেমন আলো কখন জ্বলবে, কতখানি জ্বলবে, কখন নিভবে সে সব কাজের দায়িত্ব প্রসেসর নিতে পারে। এচেলনের সিস্টেমে একটি সহজে ব্যবহার্য বাক্সের মাধ্যমে যে কেউ এই প্রসেসরগুলোকে কাজ কাতে পারবে। আর এই বাক্সের সঙ্গে ঘরের টেলিফোনের সংযোগ ঘটিয়ে দূর থেকেও টেলিফোনের মাধ্যমেই ঘরের যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। ঘরে টেলিফোন ম্যাসেজ রেকর্ডারে ইতিমধ্যে কি এসে জমেছে তা যদি দূর থেকে টেলিফোন করে ফোনটা চালু করে জেনে নেয়া যায়, অথবা ঘরে ফেরার বেশ কিছু আগে ঘর ঠাণ্ডা বা গরম করার যন্ত্রটি টেলিফোনে চালু করে দিয়ে আসা যায়, তা হলে কে না খুশী হবেন। এ রকম সুযোগ নিতে গৃহবাসী মাত্রই আগ্রহী হবে বলে আশা করা যায়। এচেলন যাকে বাক্স বলছে, সেটি একটি কমপিউটার হতে কোন আপত্তি নাই বরং হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঘরের পি সি টা যখন এরকম বাড়তি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে তখন তার আদর হবে বৈকি। ■

গ্রহণ করতে পারে বা তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে।

৩। প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিসিসির পয়েন্ট ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করার পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিবেদনে যে সকল সম্মানিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই কমপিউটার ভেণ্ডার। নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তাঁরা অবশ্যই দেশের জন্য কাজ করছেন ; কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে তারা নিজ ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতিও অবশ্যই মনোযোগী। তাই তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিসিসির ভূমিকা বা এর কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদনে তাঁরা বিসিসি-কে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাতে তাঁদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রাধান্য পেয়েছে!

৪। এবারে প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিসিসির পয়েন্ট-ভিত্তিক বক্তব্য নিম্নে দেয়া হল :

(ক) প্রতিবেদনের একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভারতীয় কোম্পানীর সাথে চুক্তি করেছে কনসালট্যান্ট, কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ বিক্রির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কাউন্সিলের নাম। এই বক্তব্য যথাযথ নয়।

নীতিগতভাবে সরকার অনুমোদিত পলিসি গাইডলাইন্স অনুসারে বিসিসি দেশে UNIX, ORACLE RDBMS এবং 'C' Langauage বা Fourth Generations Technology (4GT) প্রয়োগ ও ব্যবহার উৎসাহিত করছে। মাল্টি ইউজার পরিবেশে এই সফটওয়্যারসমূহ বর্তমানে ইণ্ডাষ্ট্রি স্টাণ্ডার্ড হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের দেশে এই সফটওয়্যারে দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব রয়েছে। বিসিসি তাই প্রথমে এই সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহারে দক্ষ লোকবল সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এ বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিসিসি -এর একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

উল্লেখিত বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের মত উপযুক্ত নিজস্ব প্রশিক্ষক না থাকায় বিসিসি এই বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্থানীয় একটি আইটি কনসালটেন্সি ফার্মের সঙ্গে সরকারের অনুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু দেশে এই বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকায় স্থানীয় ফার্মটি আলোচ্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য একটি খ্যাতনামা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান TATA NELCO এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্সটি এখন বিসিসি-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি কমপিউটার পেশাজীবি মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ পর্যন্ত ৭টি ব্যাচে প্রায় ১৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে একথা বলা যায় যে, বিসিসি-র নাম ব্যবহার করে কোন কনসালট্যান্ট প্রশিক্ষণ বিক্রি করছে বলে প্রতিবেদনে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিসিসি-র উদ্যোগেই আলোচ্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) প্রতিবেদনে যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিসিসির ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বিসিসি কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইনকে পক্ষপাতমূলক বলে বর্ণনা করেছেন এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে খোলা বাজারনীতি অনুসরণের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিসিসি তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা গ্রহণ না করে পরামর্শমূলক, সহায়তামূলক ও উৎসাহমূলক কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল আইনেও উল্লেখ করা আছে যে, বিসিসির ভূমিকা হবে সহায়তা ও পরামর্শদানকারীর। বিসিসি বর্তমানে সে ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে। আবার আইনের সংস্থান মোতাবেকই বিসিসি তথ্য প্রযুক্তির মান ও স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করে নীতমালা জারী করেছে। এটা কোন নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ নয় বরং এই নীতিমালা পরামর্শ ও উৎসাহমূলক। সরকারী খাতে অনেক স্থানেই এরূপ Standardization দেখা যায়, যেমন মেটরিয়াল, টাইপরাইটার ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, তথ্য প্রযুক্তির

প্রয়োগ ও ব্যবহারের যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থান তাতে Standardization-এর যথেষ্ট উপযোগীতা আছে। Standardization না থাকলে তথ্য প্রযুক্তি খাতে আমাদের যে সীমিত সম্পদ (জনসম্পদসহ) আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার ব্যবহার করলে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংযোগ দুরূহ হবে এবং তাতে এবং কম্পিউটারায়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।

কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের জন্য যে গাইডলাইন্স বিসিসি জারী করেছে তা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং এতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়নি। এই গাইড লাইনে যেমন Industry Standard Intel Chip ভিত্তিক কমপিউটারের উল্লেখ আছে, তেমনি উল্লেখ আছে Industry Standard Motorola Chip ভিত্তিক কমপিউটারের। যে কোন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সংগ্রহ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিসিসির কাছে এ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে বিসিসি তার আইন নির্ধারিত দায়িত্ব পালন সূত্রে তা প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই পরামর্শ মেনে চলা সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বিসিসির পরামর্শ জনস্বার্থে দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা মেনে চললে অদূর ভবিষ্যতে দেশে আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক স্থাপন সহজ হবে এবং তা কম খরচে করা যাবে। বিসিসির পরামর্শ সমাজের জন্য, দেশের জন্য সঠিকভাবে ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা মনে করি।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিসিসি কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন্স বিদেশী কনসালট্যান্ট পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তা যথাযথ ও সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে, বিসিসি কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করছে না এবং কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে না। তাছাড়া বিসিসির গাইডলাইন খোলা বাজার নীতিরই সমর্থক। কমপিউটারের মত অন্যান্য জিনিসপত্রের তুলনায় কমপিউটার বেশী খোলা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। সর্বশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাসিক কমপিউটার জগৎ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বিসিসির কার্যক্রম ও ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছেন, কিন্তু বিসিসিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেননি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

একজন সিস্টেম এনালিষ্টের স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের একটি প্রতিবাদ লিপি গত ১লা জুন '৯১ আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকা প্রকাশের প্রায় এক মাস পর, যখন আমাদের এ সংখ্যা মুদ্রণের জন্য প্রেসে তখন এই বিলম্বিত প্রতিবাদ। এই এক মাস বিসিসির সময় হয়নি প্রতিবাদ দেবার।

প্রতিবাদ লিপিতে বিসিসি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের দু/একটি ছাড়া তেমন কিছুই করেনি বলে কমপিউটার রাজ্যের সকলে মনে করেন। এটাই সাক্ষাৎকারদাতাদের মূল কথা ছিল। এ অক্ষমতার কারণ কি সে সম্পর্কে বিসিসি প্রতিবাদ লিপিতে কিছুই বলেনি।

প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যাপারে বিসিসির বক্তব্যের জবাবে আমরা বলতে চাই, জাতীয় স্বার্থে (!) বিসিসি প্রশিক্ষণের জন্য এমন এক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করেছে, যার কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ-আত্মসাৎ-এর অভিযোগ জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে বহুবার। কমপিউটারের নামে হাম-হাম কোম্পানী গড়ে যারা অনেকের ছত্রছায়া পেয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আগামীতে কমপিউটার জগৎ-এ আসবে।

বিসিসি বলেছে তাদের লোকবলের অভাব থাকায় তারা আইটি কনসালটেন্সি ফার্মের সাথে চুক্তি করে। আইটির লোকবল না থাকায় সেই ফার্মই আবার টাটার সাথে চুক্তি করে। আমাদের অভিমত, বিসিসি নিজেই একটু উদ্যোগী হয়ে সরাসরি টাটা বা অন্য কোন বিদেশী কারো সাথে চুক্তি করতে পারতো। যে ক্ষেত্রে তারা দাবী করছে তাদের উদ্যোগেই কোর্স পরিচালিত হচ্ছে সে ক্ষেত্রে অন্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষক সংগ্রহ করা কেন? এতে মধ্যস্বত্বভোগী, বিতর্কিত কনসালটেন্টর প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করার অভিযোগ উঠতো না। সফটওয়্যারের দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব রয়েছে বলে বিসিসি ঢালাওভাবে যে মন্তব্য করেছে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে বিসিসিতেই দুজন অভিজ্ঞ লোক রয়েছেন বলে আমরা জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেবও তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন দেশে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিদেশ হতে কমপিউটারে উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরেছেন। দেশে আরও দক্ষতাসম্পন্ন লোক রয়েছেন কি -না তার কোন জরীপ কি বিসিসি করেছে? তারপরও প্রশ্ন থাকছে বিসিসির মাত্র ১৫ দিনের ট্রেনিং সফটওয়্যারে কতটুকু দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেয়া হচ্ছে?

প্রতিবেদনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারদানকারীদের মতামত তাদের নিজস্ব। তাছাড়াও ব্যবসায়ীরা এখন পর্যন্ত এদেশে কমপিউটারায়নে যে ভূমিকা রাখছেন, সেটা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলেও অত্যন্ত উপযোগী। বিসিসির নীতিমালা কর্মপদ্ধতি যাতে দেশে কমপিউটারায়নে দ্রুত কাজ করে সেটা দেখতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সবাই খোলামেলাভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। যেমন বিসিসির নির্বাহী পরিচালকও এ সংখ্যায় দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের একটি অংশে আমরা বিসিসি সম্পর্কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সম্মানিত ব্যক্তিগণের যে মতামত আহবান করেছিলাম সেগুলো সম্পর্কে বিসিসির মতামত ও ঐ সংখ্যাতেই ছাপাতে হবে, এটাতো হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে বিসিসির দাবী ও ধারণা সঠিক নয়। ■